

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভেঙ্গেই হেঁচকি উঠা শুরু করল। হেঁচকির ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে হিঙ্কাপ। আমার দাদু ইহাকে হিঙ্কা বলতেন। তিনি যে ইংরেজী প্রতিশব্দ না জেনেই হিঙ্কা বলতেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, তাহার পড়াশুনার সমাপ্তি ওই ক্লাস টুতেই।

হেঁচকি হচ্ছে মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রামের অনৈচ্ছিক সঙ্কোচনের ফলে সৃষ্ট ঝাঁকুনি যা প্রতি মিনিটে কয়েকবার হয়ে থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ইহাকে যত্নসহকারে সিন্ধোনাস ডায়াফ্রাগ্মাটিক ফ্লাটার বা সিন্ধুলটাস বলে থাকেন।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। ভয়াভহ দুঃস্বপ্ন। কিন্তু, কি দেখেছি মনে করতে পারছি না। হেঁচকি বেড়েই চলেছে। হিঙ্কা হিঙ্কা শব্দে সারা বাড়ি প্রকম্পিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এখুনি দেয়াল ধসে পড়বে। সবাই বেঁচে থাকবে। দেয়াল চাপা পড়ে মারা যাব কেবল আমি।

আমার দাদা দেশ ভাগের সময় একশ পঁচিশ টাকা দিয়ে এ বাড়িখানা কিনেছিলেন। দুই কক্ষের বাড়ি। ১৯৯০ এর দশকে একবার মেরামত করা হয়েছিল। মেরামতের এক মাসের মাথায় পশ্চিমপাশের দেয়ালটায় ফাটল ধরে। বাবা বিরক্ত হয়ে দ্বিতীয়বার আর বাড়ি মেরামতের দিকে এগোননি।

বাড়ির এ ফাটল নিয়ে আর কারো মাথা ব্যাথা না থাকলেও আমার আছে। কারণ, আমাকে ওই ফাটল ধরা দেয়ালের পাশেই ঘুমাতে হয়। আমি আর তিথি এই কক্ষে ঘুমায়। আমাদের একমাত্র মেয়ে কণা। বয়স ৭ বছর। এবার ক্লাস টুতে উঠবে। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে ভয়ে সে আমাদের সাথে ঘুমায় না। সে তার দাদা-দাদির সাথে ঘুমায়।

আমি মারা গেলে কি হবে? সবাই কি আমার জন্য কাদবে? তিথি কি আরেকটা বিয়ে করবে? কণা কি তিথির নতুন স্বামীকে বাবা বলে ডাকবে? সে কি তিথিকে আমার মত আদর করবে?

এসব ভাবতে ভাবতে লক্ষ করলাম তিথি পানি ভর্তি একটা গ্লাস আমার দিকে এগুচ্ছে। আমি তার ঠোট নড়া দেখতে পারছি, কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারছি না। বোঝার প্রয়োজনও নাই। মৃত্যুর পর সবাই কি করবে, এটাই এখন আমার কাছে মুখ্য।

- পানি খেয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নাও (তিথির তীক্ষ্ণ গলা)।
- হ্যা?
- পানিটা খেয়ে নাও।
- ও আচ্ছা, দাও।

পানির গ্লাস হাতে নিলাম।

কয়েকদিন আগে বিবিসি বাংলায় হেঁচকি নিয়ে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম। সেখানে লেখা ছিল, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ওয়েবসাইট হেঁচকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকটি উপায় বলে দিয়েছে।

প্রথম উপায় হচ্ছে, কাগজের ব্যাগে নিশ্বাস ফেলা। শুনতে হাস্যকর মনে হলেও এটাই সত্য। সমস্যা হল, তিথিকে কাগজের ব্যাগ দিতে বললে বিশ্বাস করবে না। বরং, হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই, ঝুঁকি হিয়ে লাভ নাই।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, বরফ ঠান্ডা পানি খাওয়া। বাসায় ফ্রিজ নেই। এতো রাতে বরফ ঠান্ডা পানির কথা চিন্তা করলে হেঁচকি আরো বেড়ে যেতে পারে। সুতরাং, এটাও বাদ।

তৃতীয় উপায়, কিছু দানাদার চিনি খাওয়া। আমার ডায়াবেটিস আছে। গতকাল সকালে খালি পেটে মাপা হয়েছিল। চিনির মাত্রা ১১ দশমিক ৬ মিলিমিটার। তাই, আপাতত এ চিন্তাও বাদ।

চতুর্থ উপায়, স্বল্প সময়ের জন্য দম বন্ধ করে রাখা। এটা অন্তত চেষ্টা করা যায়। চেষ্টা করলাম। বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। মনে হচ্ছে, হেঁচকি কিছুটা বেড়ে গেল।

শেষ উপায়, দুই হাঁটু বুক পর্যন্ত টেনে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া। এটাও করার সাহস হচ্ছে না। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে তিথি সাপের মত ফোস ফোস করছে। অগত্যা, পানির গ্লাসে চুমুক দিলাম।

পানি খেতে খেতে দুঃস্বপ্নটা মনে করার চেষ্টা করলাম। এবার একটু একটু মনে পড়ছে। কালো চুল। না না, খয়েরী রেশমী চুল, বেনী করা। হাতে কাচের চুরি। গলাই বকুল ফুলের মালা। মুখটা..., না মুখটা ঠিক ধরতে পারছি না।

মেয়েটার শ্যামলা হাতে লাল কাচের চুরি দারুন মানিয়েছে। কিন্তু, হাত মুঠো করে আছে কেন?

ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম তার হাতে কোন আঙ্গুল নাই। আমি সহজে ভয় পাই না। কিন্তু, মেয়েটির হাত দেখে অনেক ভয় পেয়ে গেলাম।

পানি খেয়ে যা একটু হেস্কি কমেছিল, আবার বাড়া শুরু করল। বাড়ির সবাই এখন আমার কক্ষে। আমরা মাথায় হাত বুলাচ্ছেন।

তিথিকে দেখে মনে হচ্ছে ক্রমেই তার রাগ বেড়ে যাচ্ছে। সে অবশ্য সবসময় আমার উপর রেগেই থাকতে পছন্দ করে।

সামনে বছর আমাদের বিয়ের দশ পূর্ণ বছর হবে। বিয়ের সময়, আমি বেগম শাহিনা বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কেরানী পদে চাকরী করি। বেতন খুব একটা ভাল ছিল না। যা পেতাম, কোন রকম সংসার চলে যেত।

তিথির বাবার মানে আমার শশুরের আর্থিক অবস্থাও ছিল আমাদের মতই। তিনি ছিলেন কামাল পাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। তিথিরা সাত ভাই-বোন। সে ছিলো বাবা-মায়ের দ্বিতীয় সন্তান।

আর্থিক অবস্থা ভালো না হলেও, তিথি দেখতে অনেক রূপবতী ছিল। সে, এখনো যথেষ্ট রূপবতী। ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি উচ্চতা। গায়ের রঙ ধবধবে সাদা না হলেও যে কেউ ফর্সা বলেই আখ্যায়িত করবে। তার সারাদিন কাটে স্টার প্লাসের হিন্দি সিরিয়াল দেখে।